সংবাদ

তারিখ 13 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশের সব ভার্সিটি ও কলেজে পাঠ্যসূচি হবে অভিন্ন

❑ জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুপারিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন। এছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডবল শিফট চালু এবং আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসব বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সরকারের কাছে খসড়া শিক্ষানীতি পেশ করেছে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব ও পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে। এখন সরকার এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বর্তমানে দেশে ২৯টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে একই পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয় না।

উচ্চশিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সহজ করার কথা বলা হয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে। ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ পিছিয়েপড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সন্তানদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার

অভিন্ন : পৃ: ২ কঃ ১

অভিন্ন পাঠ্যসূচি

জন্য বিশেষ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন বলে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ নিশ্চিত করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা বন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে।

পর্যায়ক্রমে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স বন্ধ করে তার স্থলে সব কলেজে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু করা হবে বলে শিক্ষানীতিতে প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স দু'বছরের এবং পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের সময় থেকে ছয় বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করতে হবে।

উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কোন বিকল্প নেই উল্লেখ করে শিক্ষানীতিতে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলায় ভাষান্তর করা জরুরি ভিত্তিতে নেয়া প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাংলা ভাষায় বই, সাময়িকী অনুবাদ করা এখনও পর্যাপ্তভাবে হয়নি। তাই সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে।

সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করবে এবং নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান কোন তারিখে শুরু হবে, কোন পরীক্ষা কখন হবে ইত্যাদি সারা বছরের কর্মসূচি সংবলিত এই একাডেমিক ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে হবে।